আমারো কিছু বলার আছে

আহমেদ ইমতিয়াজ

কিছুদিন আগে কর্ণফূলীতে প্রকাশিত সিডনীস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটির মসজিদ সম্পর্কে একটি অনবদ্য লেখা পড়েছিলাম। অনুলিখনে ছিলেন কর্ণফূলী'র সম্পাদক বনি আমিন নিজে। লেখাটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, প্রতিবেদনটি প্রবাসী অনেকের মত আমারো হৃদয় কেড়েছে। আর সেজন্যে আমি আমার অস্তিত্বের অন্তঃস্থল থেকে বনি'কে জানাই অভিনন্দন। লেখাটি পড়ে মনে হচ্ছিল যেন মসজিদ নিজেই তার সুখ দুঃখের কথাগুলো বলছিলো। আমরা ছোট থাকতে পাঠ্যবইয়ে 'একটি নদীর আত্মকথা' অথবা 'একটি বটগাছের আত্মকথা', পড়েছিলাম। উক্ত লেখাটি পড়ে তেমনি আমার মনে হয়েছিল। সিডনীতে এমনটি বুঝি আর কেউ লিখতে পারেনি, পারবেও না। আমার কয়েকবছরের সিডনীবাসে আমি বেশ কিছু প্রবাসী লেখক ও কবির লেখা পড়েছি। যাদের দু'একজন দেশের পত্রিকাতেও লেখেন। আমি তাদের লেখা পড়ে মাঝে মাঝে হাসি, ভাবি কোথায় আছি আমরা!! এরাও 'লেখক'! এরাও 'কলামিষ্ট'! অনেকের লেখা পড়েতো বোঝাই যায়না, লেখক আসলে কী বলতে চাইছেন। 'কলাম' পড়াশেষে পাঠক হিসেবে আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি 'লেখক তার লেখাতে আসলে কী ম্যাসেজ দিয়েছে?' কিন্তু না, আমার মোটা মাথাতে ঐ ক্ষুরধার(!) লেখা থেকে আমি তেমন কিছু পাইনা। আমি ভাবি, এদের লেখা থেকে সমাজ আসলে পাচ্ছেটা কি? দেশের দৈণিক জনকন্ঠে নিয়মিত লেখক একজন 'কলামিষ্ট'এর লেখা পড়ে বুঝতে আমার নিদ হারাম হয়ে যায়, তিনি তার লেখায় ইনিয়ে-বিনিয়ে কী বলতে চান তা সহজে বোঝাই যায়না। আরেকজনতো সিডনীতে কোথায় কী হয়েছে অথবা দেশ থেকে কোন শিল্পী অথবা কোন নেতা সিডনীতে কখন আসলেন সেরকম কিছু সংবাদ লিখে 'কলামিষ্ট' হলেন। চান্স পেলে কিছু বই অথবা এধার-ওধার কারো লেখার কাট-পেষ্ট করে দেশের তৃতিয় শ্রেনীর দৈণিক আমাদের সময়ে লিখেন। সংবাদ পরিবেশন এবং সংবাদ বিশ্লেষন করে কিছু লেখা দুটি যে দু'বিষয় এরা কেউ সেটা জানেনা। আর দেশের পত্রিকাগুলোর অবস্থাও হয়েছে ব্যঙের ছাতার মত গজে ওঠা টিভি চ্যানেলগুলোর মত। যাকে পায় তাকেই টিভি'র পর্দায় ধরে নিয়ে আসা হয় শুধু এন্টারটেইনিং টাইম পুরন করার জন্যে। পত্রিকাগুলো তাদের 'কমিটেড পেজ' পুরনের জন্যে যার-তার লেখা ছাপায় আর সে সুবাদে শুধুমাত্র অ-আ অথবা ক-খ জ্ঞান সম্পন্ন স্থূলমেধার অনেকে 'কলামিষ্ট' বনে যায়।

সিডনীতে এখন হাতে গনা কিছু লেখক দেখা যায় যাদের লেখাতে সমাজের জন্যে কিছু থাকে। যেমন কর্ণফূলীর নুতন লেখক মিজানুর রহমানের লেখাতে অনেকের মত আমিও বাল্যস্মৃতি সহ প্রবাসে বসে নিজের ফেলে আসা জনপদ ও প্রতিবেশকে দেখতে পাই, খন্দকার জাহিদ হাসানের লেখাতে কল্পনার জগতে ভ্রমন করা যায়, জয়নাল আবেদীনের সোজা-সাপটা লেখাতে অনেক সুন্দর সমালোচনা দেখতে পাই, রাতুল এর লেখাতে সমাজ বদলের কিছু কথা দেখা যায়। প্রবাস থেকে লেখা কর্ণফুলীর লেখক হিফজুর রহমানের স্মৃতি কথাতে দিনবদলের অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। বাংলা-সিডনী ডটকমের আনিসুর রহমানের পরিশিলিত লেখাতেও কিছু সুশীল ম্যাসেজ থাকে। জন মার্টিনের লেখাতেও অনাচার সংশোধনের কিছু কথা মাঝে মাঝে দেখা যায়।

সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়ার বাঙ্গালী লেখক সমাজে সৃজনশীল লেখার এখন বড়ই আকাল। সেদিক থেকে বনি আমিনের 'হাতুড়ী মারা' লেখা আমার কাছে অনেক অর্থবহুল মনে হয়। আমি লক্ষ্য করেছি তার লেখার 'ইমপেক্ট' আমাদের সমাজে অ-নে-ক। যেমন ধরুন, বছর কয়েক আগেও

সিডনীতে যাকে-তাকে ধরে ‘পদক’ দেয়ার একধরনের হিড়ীক লেগেছিল। পদক দাতার যোগ্যতা কতটুকু বা ঐ পদকের আর্থিক মূল্য কতটুকু, সেগুলো বিবেচনা করার মত মেধাও বুঝি সিডনীতে কারো ছিলনা। কর্ণফুলীতে উক্ত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপানোর পর এখন পদক প্রদানের বিষয়টি প্রায় লুপ্ত হওয়ার পথে, খুব একটা শোনাও যায়না। উক্ত প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার পর কাউকে পদক দেয়া হবে বলে কোন সংগঠন তাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানালে উক্ত পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি লজ্জায় ঘরছাড়া অথবা গায়েব হয়ে যায়। কেউ আর তথাকথিত ঐ পদক এখন নিতে আসেন না।

শুধুমাত্র ‘ডক্টরেক্ট’ পদবীর কারনে অনেক অকালকুষ্মান্ডকে ধরে-ধরে সিডনীর বিভিন্ন সংগঠনে গুরুত্বপুর্ন পদ দিয়ে কার্যকরী কমিটিগুলোকে অলঙকৃত করা হতো। কেউ তাদের সঙগঠনের জন্যে ‘ডক্টর’ না পেলে অন্তত একজন ‘ডাক্তার’ হলেও ধরে আনতো, তা পশু বা মানুষের ডাক্তার হোক, শুধু ডাক্তার হলেই হতো। কিন্তু কর্ণফুলীতে সেই তথাকথিত ‘ডক্টর’ ও ‘ডাক্তার’দের নিয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন ছাপানোর পর মান-সম্মানের ভয়ে ঐ পদবীধারী লোকগুলো নিভৃতে চুপষে যায়। কোন ‘ডক্টর’ বা ‘ডাক্তার’কে কোন সংগঠনের সভাপতি করা হবে বলে আমান্ত্রন জানালে তিনি ‘অসুস্থ’ বলে অনির্দিষ্ঠকালের জন্যে টেলিফোন তোলা বন্ধ করে দেন। প্রতিবেদনটি পর এখন এমনকি কোন প্রাইভেট দাওয়াতের অনুষ্ঠানেও ডক্টরেটদের উৎপাত তেমন দেখা যায়না।

গত ২৪ জুলাই ২০১১ গ্রানভীল টাউন হলে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েও আমি কর্ণফুলীর ক্ষুরধার লেখার প্রভাব দেখেছি। বাংলাদেশী অনুষ্ঠানগুলোতে দেখি সর্বদা অসময়ে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। সকল বক্তাদের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত, খাওয়া লুকিয়ে রেখে, একরকম জোর করেই আমন্ত্রিত অতিথিদের বসিয়ে রাখা হতো। কিন্তু আমার দীর্ঘ ১২ বছরের সিডনী অবস্থানে এবারই প্রথম কোন বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে দেখলাম ঠিক সময় খাওয়ার পরিবেশন করতে। শুনলে যে কেউ আশ্চর্য্য হবেন যে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ঐদিন তাদের অতিথিদেরকে সন্ধ্যে ৭টায় ডিনার পরিবেশন করেছিলেন। খাওয়ার পাশাপাশি তাদের নেতাদের বক্তব্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। আমি আরেকবার হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম কর্ণফুলী’র ‘বুলেট-মিশ্রিত’ লেখা কতটুকু শক্তিশালী হতে পারে। তার আগে আমি সিডনীর কোন ওয়েবসাইট অথবা পত্রিকাতে কোন লেখক বা প্রতিবেদককে আমাদের প্রবাসী সমাজের অনাচার ও অনিয়ম নিয়ে কোন লেখা ছাপাতে দেখিনি। কেউ লিখতেও সাহস পায়না। হয়তবা তারা কেউ পাঠকদের বিরাগভাজন হতে চাননা অথবা আতিথিয়তার সমাদর থেকে বঞ্চিত হতে চাননা। আমার মনে হয় সুধী পাঠক মহোদয়রা উক্ত বিষয়টি আমার চেয়ে আরো ভালো বুঝবেন।

আমার কথা হচ্ছে যে কলাম, প্রতিবেদন বা প্রবন্ধ সমাজে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনা এবং সমাজের অনিয়মগুলোকে তুলে ধরতে পারেনা সে ধরনের লেখা পড়ে কী লাভ। কারো রোজনামচা অথবা ছেলে-মেয়ের জন্মদিন অথবা বিয়ের সংবাদ পড়ার জন্যে পত্রিকা হাতড়িয়ে আমি আমার সময় নষ্ট করতে চাইনা। সমাজ বদলের চেষ্টায় নিবেদিত কর্ণফুলীকে আমি পুনরায় ধন্যবাদ জানাই। আমার মত একজন ক্ষুদ্র লেখককে তাদের তরীতে ঠাঁই দেয়ার জন্যে আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রিয় পাঠক আমার লেখাতে খোঁচা বা আঘাতমুলক কোন শব্দ থাকলে ক্ষমা করবেন।

আহমেদ ইমতিয়াজ, সিডনী, ২৪/০৮/২০১১ **Email** # imtiaz.syd@gmail.com

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন